শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পাঁচালী



শ্রী শীর্ষেন্দু ভরদ্বাজ

শ্রী গণেশায় নমঃ।

শ্রী সত্যনারায়ণ পূজনবিধি॥

ব্রতৌ রবিসংক্রান্তিদিনে পৌর্ণমাস্যামেকাং দস্যাংয়স্মিনকস্মিন্ শুভদিনে বা সায়ংকালে স্নানং কৃত্বা পূজাস্থানমাগত্যাসনে উপবিশ্যা চভ্য পবিত্রো ধারণং কৃত্বা মণ্ডলস্থাপিতগণপত্যাদি গৌরী বরুণপঞ্চলোকপালং সূর্যাদি নবগ্রহাদি দেবতা প্রত্যধিদেবতা দিশোচতুঃ ষষ্ঠিদেবতা ব্রহ্মোন্দ্রাদিনাং প্রতিষ্ঠাবাহনং কৃত্বা সংকল্পং কুর্যাৎ।

ওঁ তৎসদধেত্যাদি কালঃদশাদুচ্চার্য অমুক গোত্রহমমুকশর্মাত্মনে সকলদুরিতোপশমন সর্বাপচ্ছান্তিং পুর্বক সকল মনোরথ সিদ্ধচর্থে যথা সম্পাদিতসামগ্রীভিঃ মণ্ডলস্থিতগণেশাদি দেবতা পুজন পুর্বক পুর্বাভীকৃতত শ্রী সত্যনারায়ণ পুজনং ব্রত কথা শ্রবণং চ করিষ্যে॥

ততোঽর্ব্যপাদ্যাচমনীয়স্নান গন্ধাক্ষতপুষ্প ধূপদীপনৈবেদ্যাচমনীয়মুখবাস তাম্বুলপুংগীফলদ্রব্যাণিতত্তন্মন্ত্রেঃ সমর্পয়েৎ॥

॥তত সত্যনারায়ণ পুজনম্॥

হস্তেপুষ্পমাদায়ং ধ্যানং কুর্যাৎ॥

ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং॥

লোকনাথং ত্রিলোকেশং কৌস্তুভাভরণং হরিম্॥১॥

পীতাম্বরম্ নীলবর্ণম্ শ্রীবৎসপদভূষিতম্॥

গোবিন্দং গোকুলানন্দম্ ব্রহ্মাদ্যৈরপি পূজিতম্॥২॥

ইতিব্যানংব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় হৃষীকপতয়ে নম॥

ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা শ্রর্ঘোঽয়ংপ্রতিগৃহ্যতাং॥৩॥ইত্যর্ঘঃ॥

নারায়ণ নমস্তেস্তু নরকার্ণবতারক॥

পাদ্যং গৃহাণ দেবেশ মম সৌখ্যংবিবর্দ্ধয়॥৪॥ইতি পাদ্যম্॥

মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্॥

তদিদং কল্পিতং দেব সম্যগাচম্যতান্ত্বয়া॥৫॥ইত্যাচমনম্॥

স্নানপঞ্চামৃতংদেব গৃহাণ পুরুষোত্তম॥

অনাথনাথ সর্বজ্ঞ গীর্বাণপ্রণাতপ্রিয়॥৬॥ইতি স্নানম্॥

বে সুক্তসামযুক্তে যজ্ঞসমাসমন্বিতে।

সর্ববর্ণ প্রদে দেব বাসসী তে বিনির্মিতং॥৭॥ ইতিবস্ত্রম্॥

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশেন নির্ম্মিসং ব্রহ্মসূত্রকম্॥

গৃহাণ ভগদ্বিষ্ণোঃ সর্বেষ্টফলদো ভব॥৮॥ইতি যজ্ঞোপবীতম্॥

শ্রীখণ্ডচন্দনম্ দিবং গন্ধাদ্যং সুমনোহরম্॥

বিলেপনং সুরশ্রেষ্ঠ প্রীত্যর্থ প্রতিগৃহ্নতাং॥৯॥ইতি চন্দনম্॥

মল্লিকাদিসুগন্ধীনি মালত্যাদীনিবৌপ্রভো॥

ময়া হৃতোতিপূজার্থ পুষ্পাণী প্রতিগৃহ্নতাম্॥১০॥ইতি পুষ্পম্॥

বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাদ্যঃ সুমনোহরঃ॥

আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোয়ম্প্রতিগৃহ্নাৎ॥১১॥ইতি ধূপম্॥

সাজ্যংচ বর্তিসংযুক্ত বহ্নিনা দীপিতং ময়া॥

দীপং গৃহাণ্ দেবেশ ত্রৈলোক্যতিমিরাপহমং॥১২॥ইতি দীপম্॥

ঘৃতপক্কাংহবিষ্যান্নং পায়সং বা সশর্করম॥

নানাবিধঞ্চ নৈবেদ্যং বিষ্ণো মে প্রতিগৃহ্নতাম্॥১৩॥ ইতি নৈবিদ্যম্॥

সর্বপাপহরং দিব্য গাঙ্গেয়ং নির্মলং জলম্॥

পানার্থ চ ময়া দত্তং গৃহাণ পুরুষোত্তমম্॥১৪॥ইতি জলম্॥

আপো নারায়ণঃ সাক্ষাত্তাভিরাব মনে সদা॥

কৃপা কুরু জগতস্বামিন্ গৃহাণাচমনয়কম্॥১৫॥ইত্যাচামনীয়ম্॥

লবঙ্গকর্পুরযুতং তাম্বুলং সুরপূজিতম্॥

প্রীত্যা গৃহাণ দেবেশ মম সৌখ্যং বিবর্দ্ধয়॥১৫॥ ইতি তাম্বুলং॥

ইদং ফলং ময়া দেব স্থাপিতং পুরতস্তব॥

তেন মে সফলাবাস্তির্ভবেন্জন্মনি জন্মনি॥১৭॥ইতি পুগীফলং॥

চতুর্বর্তিসমাযুক্তং গোঘৃতেন চ পুরিতম্॥

নীরাজনেন সন্তুষ্টো ভবত্যেব জগৎপতে॥১৮॥ইতি নীরাজনং॥

যানি কানি চ দুঃখানি সর্বজপাপহৃতানি চ॥

ত নি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে॥১৯॥ইতি প্রদক্ষিণা॥

ততঃ পুষ্পাঞ্জলি গৃহীত্বা স্তুতি কুর্যাৎ॥

যন্ময়া ভক্তিযোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্॥

নিবেদিতং স নৈবেদ্যং তং গৃহাণাপুযুক্তস্বয়া॥২০॥

ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে॥

গৃহাণসুমুখোভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম॥২১॥

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন।

যৎপুজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তুমে॥২২॥
অমোঘং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহদৈত্য সূদনম্॥
হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগোশম্বরদায়কম্॥২৩॥
সগুণং চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্॥
জনার্দনং জনাতীতং জানকীবল্লভং হরিম্॥২৪॥
প্রণমামি সদা ভক্ত্যা নারায়ণমতঃপরম্॥
দুর্গমে বিষমে ভারে শত্রুভিঃ পরিপীড়িতং॥২৫॥
নিস্তারয়তু সর্বেষু তথানিষ্টভয়েষু চ॥
নামান্যেতানি সংকীর্ণ ইপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ॥২৬॥
সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেহং কামদংপ্রভুম্॥
লীলয়াং বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥২৭॥
ইতি পুজনং সমাপ্তম্

॥শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ কথা॥

সত্যনারায়ণ কথা বলিব সকল।
সভামধ্যে সকলে হরি হরি বল॥
দ্বিসহস্র সংবত পার হয়ে চারে।
হৈল হুলুস্থুল বড় জম্বুদ্বীপ পরে॥
যবন হইল বাধ্য ছাড়িতে সিংহাসন।
যাইবার কালে তীব্র করিল দংশন॥
দুই ভাগ করি দিল ভারতের রাজ্যে।
দুই প্রতিবেশী চিরশত্রু এই কার্যে॥
এক পঞ্চমাংশ যাইবে ম্লেচ্ছ অধিকারে।
অবশিষ্ট অংশে সকলে থাকিতে পারে॥
স্বাধীন হইল বটে ভারত ভূমি পুণ্য।
ম্লেচ্ছেরা পঞ্চমাংশ করে ধর্ম শূন্য॥
কোটি সনাতন বাসিন্দাকে মারিয়া।
সকল দেবভক্তে দিল খেদাইয়া॥

বঙ্গভূমের এক তৃতীয়াংশে ভারতে।
আর দুই তৃতীয়াংশ গেল ম্লেচ্ছ হাতে॥
দেবতার ভক্ত যারা ম্লেচ্ছ অধিকারে।
বাঁচিতে পলাইয়া আসে এই ধারে॥
এই রূপে রাজ্য জনমিল পশ্চিমবঙ্গ।
জনমেই লোকের ভারে হইল ত্রিভঙ্গ॥
অর্থাভাবে দুর্দশায় মানুষের দুর্গতি।
অন্নাভাবে বহু কষ্টে পালয়ে সন্ততি॥
দিল্লীর রাজ নারে করিতে নিদান।
আন্দোলন বিক্ষোভে খোঁজে পরিত্রাণ॥
দুই দশক গেল আরো উদ্বাস্তু আসিল।
পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্য প্রচুর বাড়িল॥
অবশেষে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকলে।
পুরাতন সরকার ফেলিল অতলে॥

বারদির কায়স্থ জ্যোতি বসু রায়।
প্রজাগণ যতনে সিংহাসনে বসায়॥
রাজা হইয়া নৃপ শত সৎকর্ম করে ।
তাঁহার সহধর্মিণী কমল নাম ধরে॥
ভক্তিভরে রাণী সদা শিব পূজা করে।
চলিলা মহাদেব দরশনে তারকেশ্বরে॥
হাওড়া স্টেশনে আসি লোকালে যাইবে।
মটর গাড়ীর চেয়ে ক্লান্তি কম হইবে॥
শুভদিন দেখি রাণী করি গঙ্গাস্নান।
সখীসহ দ্বিপ্রহরে হাওড়াতে যান॥
পূর্বকথা মত যত পুলিশের দলে।
রাণীরে লইয়া রেলগাড়ীতে তোলে॥
একটি কুঠরি তাতে করাইয়া খালি।
পরিষ্কার করে সব পুলিশেরা মিলি॥

রাণীরে বসাইয়া এবে পুলিশ দেখিল।
কুঠুরীতে এক সাধু তবু না নামিল॥
জোর করি দিল তারা সাধুরে নামাইয়া।
রাণী বলে কর কিবা মোরে পাপ দিয়া॥
রাণীর বচনে পুলিশ হইয়া সশঙ্কিত।
সাধুরে লইয়া পুন বসায় ত্বরিত।
সাধুরে প্রণমি রাণী মধুর বচনে।
জিগাইল কুশল ভক্তি করি মনে॥
সাধু বলে জননী গো তুমি সুলক্ষণা।
মোরে দাও রাজকৃপা করিব রচনা॥
সত্যনারায়ণের পাঁচালী নব রূপে।
শাপগ্রস্ত হইয়াছি পূর্বপুরুষের পাপে॥
করিলে রচনা এই পাঁচালী কাহিনী।
সবংশে মুক্তি দানিবে নারদ মুনি॥
আমার পঞ্চবিংশ পূর্বজ পুরুষ।
বংশের ধারায় সৃষ্টি করিল কলুষ॥
নবাবের আস্ফালনে প্রমাদ গণিয়া।
দিল নারায়ণ নিন্দা পুঁথিতে লিখিয়া॥
ঘরে ঘরে প্রচারিল সত্যপীর কথা।
সত্যনারায়ণ নামে করিয়া ভনিতা॥
দ্বারবঙ্গ দেশ হইতে কামরূপ অবধি।
সব লোকে গ্রহণ করিল পূজা বিধি॥
যথাকালে দেবর্ষি নারদ আসিয়া।
দেখিলেন মহাপাপ বঙ্গদেশে গিয়া॥
শাপ দিয়া কহিলেন নারদ মহামতি।
অখণ্ড নরক তোর হবেনাক গতি॥
গোলোকে নারায়ণ যথা কুতুহলে।
নারায়ণী সহ বিরাজেন বিরলে॥
তথা যাইয়া নারদমুনি সকলি কহিল।
তথাপি নারায়ণের মনে দয়া উপজিল॥

কহিলেন মুনিবর কেন কর ক্রোধ।
পূজিয়াছে ভক্ত মোর হইয়া অবোধ॥
আমার বাহিরে বিশ্বে কিবা আছে বল।
সর্ববিধ পূজায় অর্শে আমাতে সকল॥
যে যাবৎ প্রাণীগণ হিংসা নাহি করে।
যে কোন উপাসনা হয় মোর তরে॥
যাও ত্বরা বঙ্গভূমে হইয়া আনন্দিত।
বিপ্রেরে রক্ষা কর ক্রোধ করিয়া শমিত॥
শুনিয়া আদেশ কর্ণে নারদ মহামতি।
পুনঃ আইল বঙ্গভূমে ব্রাহ্মণের প্রতি॥
কহিল নারদ মুনি এক বলিব উপায়।
ক্ষালন হইবে তোর যতেক অন্যায়॥
আজি হইতে সত্যনারায়ণ উপাসনা।
করিবে সকলে শালগ্রাম করিয়া রচনা॥
বিষ্ণুমন্ত্র পাঠ করি পূজা আরম্ভিবে।
নারায়ণং নমস্কৃত্যং সমাপন করিবে॥
তোর কুলের মুক্তি নারায়ণ আদেশিলেন।
পঞ্চবিংশ উত্তর পুরুষে পাঁচালী রচিবেন॥
তদবধি বঙ্গভূমে না হইবে তোর স্থান।
দেশ দেশান্তর ভ্রমিবে তোদের সন্তান॥
নিরুদ্দেশ হইলা মুনি করিয়া আদেশ।
বিপ্র দেব আজ্ঞা মানি চলিলা বিদেশ॥
তৎপূর্বে সহস্তে পুনঃ পাঁচালী লইয়া।
নারদের আজ্ঞা তাতে দিল বসাইয়া॥
সেই হইতে পূজে সবে সত্যনারায়ণ।
সাদরে নূতন পদ্ধতি করিয়া গ্রহণ॥
মোর হেন দুর্দশা কিবা করিব বর্ণন।
আমি সেই পঞ্চবিংশ উত্তর পুরুষ।
কিভাবে পাঁচালী রচি মূর্খ মানুষ॥
হিন্দী কিঞ্চিৎমাত্র আর নাহি জানি।

বাঙ্গালায় কহ পাঁচালী কৈসে বাখানি॥
শুনিয়া রাণীর মনে দয়া উপজিল।
ব্যবস্থা করিব তোমার সাধুকে বলিল॥
একদিন আইস তুমি আমার সদন।
বালিগঞ্জ নামে পল্লী পথ হিন্দুস্থান॥
তারকেশ্বরে আসি সাধু চাতালে নামিল।
রাণী আসি পশ্চাৎ হতে প্রণাম করিল॥
এক মাস উপবাসে পালি তারকেশ্বরে।
শিব উপাসনা সাধু করে নিষ্ঠাভরে॥
তারকেশ্বর হতে সাধু রাণী সন্দর্শনে।
চলিলা বালিগঞ্জ পল্লী রাণীর সদনে॥
দেউড়িতে দেখে কত পুলিশ বসিয়া।
প্রয়োজন পুছিল আসি সাধুরে ডাকিয়া॥
শোনে আসিয়াছে রাণীর দর্শন চাহিয়া।
দেখাইয়া তর্জনী তারে দিল খেদাইয়া॥
ক্ষুব্ধ মনে সাধুবর সে স্থান ত্যাজিয়া।
ধীরে ধীরে চলিলেন ঈশ্বর স্মরিয়া॥
কিছু পরে দেখেন এক উদ্যান পথ ধারে।
বসিলেন আপনার ক্লান্তি পরিহার তরে॥
হেন কালে সেই পথে মটরে করিয়া।
যুবক যাইতেছিল কার্যেতে চলিয়া॥
জাতিতে ক্ষত্রিয় যুবা রুদ্র নাম ধরে।
যন্ত্রাদি নির্মাণ করে বিশ্বকর্মার বরে॥
দৈবক্রমে ফাটিল তার তৈলের নল।
পথিমধ্যে মটর যান হইল অচল॥
সারথি কহে প্রভু চিন্তা না করিবে।
অর্ধেক দণ্ডে নল পালটিয়া দিবে॥
অর্থ লইয়া গেল সে নলের সন্ধানে।
কাল পাসরিতে যুবক পশিল উদ্যানে॥
দেখিল সাধু বসে আছে দুঃখী মনে।

পুছিল কুশল বার্তা সেথা কি কারণে॥
পূর্ব ঘটনা সব সাধু যুবককে বলিল।
শুনিয়া যুবক ধীরে সাধুকে কহিল॥
ধর্মে ঘোর নাস্তিক বঙ্গদেশ নৃপতি।
তাঁহার হইবে না দয়া সাধুদের প্রতি॥
আপন আলয়ে চলিয়া যাইলে আপনি।
বিড়ম্বনা হতে রক্ষা পাইবেন জানি॥
এত কহি দুইশত মুদ্রা হাতে ধরি।
করিল প্রদান সাধুরে প্রণাম করি॥
যাও কাশীধাম যথা সুলভ অতি ভিক্ষা।
বঙ্গভাষী পাবে বহু করিতে ভাষা শিক্ষা॥
কথায় কথায় কিছুকাল গত হইল।
নল পালটি সারথি বংশী বাজাইল॥
প্রণমি সাধুরে যুবা চলে আপনার কাজে।
সাধু ভাবে ঈশ্বরের আদেশ মনে বাজে॥
সেই দিন সায়ংকালে রেলগাড়ী যোগে।
বারাণসী ধাম চলেন অতিশয় বেগে॥
দুর্বল শরীরে রাত্রিকালে নিদ্রা যায়।
নয়ন মিলিয়া দেখে ধুনের ডেরায়॥
বুঝিল সাধু বহুক্ষণ নহে বারাণসী।
পার হইয়া পৌঁছিয়াছে দেরাদুন আসি॥
ঈশ্বরের আদেশ মানি সাধু উতরিল।
সর্বদেব সন্দর্শনে হরিদ্বারে চলিল॥
তার পরে সাধু সঙ্গে ব্যাপৃত হইয়া।
আপনার অঙ্গীকার গেল ভুলাইয়া॥
কলিকাতা নগরীর সেই সে যুবক।
দুই যুগ পরে হইল ধর্মের সেবক॥
প্রবীণ হইয়া সমস্ত কার্য ব্যবসায়।
পুত্রেরে হাতে দিয়া ত্যজিলেন দায়॥
পরিবার কল্যাণে নানা তীর্থ ঘোরে।

কুম্ভেতে যাইবে বলি মনস্থির করে॥
প্রয়াগে প্রদোষে একদিন বালির স্তূপেতে।
দেখে লেখা ‘বাঙালী বাবা’ হিন্দী অক্ষরেতে॥
কুতহলী হইয়া গেলেন সাধুরে মিলিতে।
সাধু বলে আসিলে কি কলিকাতা হইতে॥
শুনিয়া উত্তর সাধু বলে ধীরে ধীরে।
ত্যাজিব এবার প্রাণ প্রয়াগের নীরে॥
নারিনু পূর্বজের প্রতিজ্ঞা পালিতে।
পূরা কাল গোঙাইনু অসাধ্য সাধিতে॥
এত কহি সাধু তবে যুবকে বসাইল।
সেই পূর্বকথা পুনঃ তাহারে শুনাইল॥
শুনিয়া যুবক হইল বিস্ময় চকিত।
যোগাযোগ বুঝিয়া হইলেক ভীত॥
কহে বাবা তোমার ইচ্ছা পূরিবার নহে।
আত্মহত্যা মহাপাপ শাস্ত্রেতে কহে॥
সাধু কহে কহ বাপু তুমি কোন জন।
যুবকে কহিল স্মর রাণী সন্দর্শন॥
তোমারে অর্থ দিয়া বারাণসী চলিতে।
আমি কহিয়াছিলাম উদ্যানে বসিতে॥
অকস্মাৎ মনে করে সাধুর উল্লাস।
জয় মহাদেব বলি করে অট্টহাস॥
তুই সে নয়নমণি সন্তান আমার।
মোর কর্ম পূর্ণ করে করহ উদ্ধার॥
সত্যনারায়ণ পুঁথি তুমিই রচিবা।
কণ্ঠে তব সরস্বতী আসিয়া বসিবা॥
যুবা কহে মহারাজ এ কি বিড়ম্বনা।
বাঙ্গালা লিখি নাই বহু বর্ষ ধরি।
আপনার ব্যবসায় লয়ে কাজ করি॥
কিভাবে কহ আমি পাঁচালী রচিব।
মনে লয় এই কর্ম করিতে নারিব॥

তাড়াতাড়ি করি যুবা সে স্থান ত্যাজিয়া।
ঈশ্বর স্মরিতে লাগে শক্তির লাগিয়া॥
কোনমতে সাধুবাক্য ভুলিবারে চায়।
পান্থনিবাসে গিয়া অঘোরে ঘুমায়॥
যথাকালে কুম্ভ হতে আলয়ে আসিয়া।
রহিল ব্যস্ত সমাজের কাজ কর্ম নিয়া॥
পূর্বে পড়িয়াছিল সত্যনারায়ণ পাঁচালী।
পাঁচালীকারে করিয়াছে ধর্মের কচালী॥
এই নীচ কবিদের পুঁথি কেন কী কারণ।
পূজাস্থলে পাঠ হয় কেহ করে না বারণ॥
মনে ভাবে পূজারীর জানি কী রূপ মতি।
বিবেচনা নাহি পড়ে দেব নিন্দার পুঁথি॥
কলিতে মানবের হইল ধর্ম বিস্মরণ।
গৃহী লোকে জানে না পুঁথির বিবরণ॥
শোনেনাক পূজারী পাঁচালী পড়ে যবে।
কী লেখে পুঁথিতে বল কেমনে জানিবে॥
এই রূপে তিন শত বৎসর ধরিয়া।
পূজা করে পাপের পাঁচালী পড়িয়া॥
রুদ্র ভাবে কখনও পাইলে দেখিতে ।
কোন এক কবিজনে বলিব লিখিতে॥
ভব্য সত্যনারায়ণ দেবের পাঁচালী।
যাহাতে সমাজের দূর হবে কালি॥
কভু ভাবে সাধুর বচন যদি সত্য হয়।
লিখিব কি লিখাইব পাঁচালী নিশ্চয়॥
এইরূপে কিছু কাল আরও চলি গেল।
পৌত্রীর অসুখে রুদ্র চিন্তিত হইল॥
বহুভাবে ডাকে সদা দেব নারায়ণ।
ডাকিতে ডাকিতে হইল কাতর অতীব।
ভাবে তবে কি করিয়া নারায়ণে স্মরিব॥
মনে জাগে ইহার এক আছে উপায়।

পাঁচালী রচিয়া স্মরি দেবতার পায়॥
সকল সাধুর বচন করিয়া স্মরণ।
লিখিতে বসিল বন্দি হরির চরণ॥
এইরূপে গৌরচন্দ্রিকা শেষ হল।
সভামধ্য সকলে হরি হরি বল॥
হরি হরি বল হরি বোল।
হরি হরি বল হরি বোল॥

এক্ষণে সত্যনারায়ণের কথা প্রারম্ভিল।
মহানন্দে সর্বজনে হরি হরি বল॥
হরি হরি বল হরি বোল।
হরি হরি বল হরি বোল॥
গোলোকে বিরাজ করে দেব নারায়ণ।
অকস্মাৎ শোনা গেল নারদের গায়ন॥
কুশল কহ দেবর্ষি বলেন শ্রীহরি।
দেবর্ষি বন্দিল পদ হস্ত জোড় করি।
নারদ কহেন প্রভু বুঝিতে না পারি।
কি কারণে এত শত দেবতার সারি॥
কহেন শ্রীহরি শোন সার কথা বলি।
তেত্রিশ কোটি দেবে পূর্ণ হবে কলি॥
নারায়ণে সবে বিষ্ণুরূপে পূজা করে।
একা বিষ্ণু পূজিত সহস্র প্রকারে॥
জীবনের প্রয়োজনে যার যাহা মতি।
করিবেক দেব পূজা নাহিক আপত্তি॥
ত্রিলোকেরে এই সব জ্ঞাত করিবারে।
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মুখে এই বাণী ঝরে॥
জগতের কর্তা আমি সত্যনারায়ণ।
বিষ্ণুরূপে পূজে সবে মানব গঠন॥
বিষ্ণু, ব্রহ্মা, হর জানে সে স্বরূপ।

অনন্ত অক্ষয় আর অচিন্ত্য অরূপ॥
সত্যনারায়ণ রূপ কল্পনার অতীত।
মানবরূপে কল্পনা হয়ে অতি প্রীত॥
আরও বহু রূপ আছে আরও বহু হবে।
সকলই আমার রূপ জেনে রাখ সবে॥
মনসংযোগ আকারের প্রধান কারণ।
নিরাকারে সহজ নহে স্থির করা মন॥
যাহাদের মন ভরে সংশয়ের স্তূপে।
সত্যনারায়ণ পূজে নিরাকার রূপে॥
এই রূপে পূজা পদ্ধতি ঋষি প্রবর্তিত।
তাতে মোর অধিকার নহে সমুচিত॥
ইহা ভিন্ন সবও সত্যনারায়ণের পূজন।
বিষ্ণু বা অপর সকল রূপে করি গ্রহণ॥
কহ ঋষিবর শুনি জম্বুদ্বীপের সমাচার।
কি কারণে তোমার মনে দুঃখের ভার॥
নারদ কহেন নারায়ণ কহিব কি আর।
পুরাণ মুনির বাক্য না মানে দুরাচার॥
দরিদ্র মানব যাতে পারে সহজে পূজিতে।
আদেশিলে রেবা খণ্ড স্কন্দপুরাণে বর্ণিতে॥
শৌনক মুনির প্রশ্নের উত্তর দিতে।
ব্যাস তনয় সূত লাগিল বলিতে॥
এই রূপে সত্যনারায়ণের উপাসনা।
সরল পদ্ধতি মানি করেছে রচনা॥
দরিদ্র নিরক্ষর আদি যত অভাজন।
স্বল্প উপাচারে পূজে সত্যনারায়ণ॥
সকলের সহজ ভক্তি লাভ হেতু।
দিন ক্ষণ যে কোন যে কোন ঋতু॥
যে কোন কালেতে পূজা সত্যনারায়ণ।
যে করে যেভাবে ফল হয় সমান॥
স্কন্দ পুরাণেতে আছে সব কিছু বিবরণ।

তথাপি ম্লেচ্ছের ভাবে পূজে কি কারণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তে দেব নারায়ণ।
তাহারে রূপ দেয় ভিখারী মুসলমান॥
টোপা কাঁথা নিজ শরীরে ধারণ করি ।
নিমাজ পড়েন পশ্চিমাস্য করি হরি॥
এহেন পাপের কথা লিখয়ে পুঁথিতে।
ঘরে ঘরে পাপ বার্তা পড়ে পুরোহিতে॥
কেহ রচিয়াছে পুঁথি লিখিছে কলিতে।
নারায়ণ অবতীর্ণ ফকির রূপেতে॥
কেহ লেখে যবে প্রবল হইল যবন।
শ্রীহরি নিলেন মুসলমানের শরণ॥
খোদা নাকি নারায়ণের রূপ এ কলিতে।
গোবধে নাহিক পাপ চাহিছে বলিতে॥
আরও কত শত কথা লিখে কত জনে।
সেই লেখা পাঠ করে পূজে নারায়ণে॥
সকল পুঁথিতে শুধু লোভের বারতা।
সিরনি আদি দিয়া ধনলাভের কথা॥
কাহারেও বড় ধনী করে দরিদ্র হইতে।
ডুবাইয়া নৌকা পরে তোলে যে ডাঙাতে॥
ভক্তি শিক্ষা না দিয়া শুধু ভয়ের প্রচার।
না করিলে সিরনি দান হইবে সংহার॥
মূর্খ প্রজাগণে নাহি বোঝে মর্ম।
কিসের পূজা আর কি সেই ধর্ম॥
এই রূপে দেব সত্যনারায়ণ পূজা ছলে।
সত্যপীর মুসলমানে পূজয়ে কৌশলে॥
কি কহিব পূজারী ব্রাহ্মণের কত পাপ।
ফলেতে হয় কলির বামুণ ঢোঁড়া সাপ॥
যেহেতু জানিয়া তারা এই দুষ্কর্ম করে।
নির্বংশ হইতেছে তারা সবে ধীরে ধীরে॥
প্রভুর জ্ঞানেতে আছে সকল পুরাণ।

পঞ্চদশ শতক হইতে বুদ্ধের নির্বাণ॥
বুদ্ধের পথ ছাড়ি পুনরায় অসি ধরে।
পরস্পরে বধ করে সকল বর্বরে॥
তাহাদের স্বজনহত্যা করিতে বারণ।
দিলেন নিদান সেখানের নেতাগণ॥
স্বজন ছাড়িয়ে বধ করিলে বিদেশীরে।
পুণ্যফল পাবে আর পাবে সম্পত্তিরে॥
পুণ্যলোভে ধনলোভে লোভে নারী দেহের।
বধিতে লাগিল বিদেশী কহিয়া কাফের॥
জম্বুদ্বীপে বিরাজে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ।
ফুলে ফলে ভরা দেশ সকলই উৎকর্ষ॥
বহু সহস্র বৎসর ব্যাপী সাধনা করিয়া।
সুজলা সুফলা দেশ পরিশ্রমে সৃষ্টিয়া॥
ধর্মপথে ধীরে ধীরে সকলে আনিতে।
দেব পূজা করে সবে এ ঘোর কলিতে॥
এ হেন সোনার দেশ পারিয়া জানিতে।
লক্ষ লক্ষ বর্বরে ক্রমে আসিল লুটিতে॥
বর্বরের কৌশল অতি সুবিদিত।
ফকির পাঠাইয়া তারা সংবাদ নিত॥
ধীরে ধীরে ফকিরেরা ভক্ত দেখিয়া।
দুই চার জনে নিত শিষ্য করিয়া॥
গাঁজা আফিমের বশে তাদের আনিয়া।
বিভিন্ন উপদ্রব করাইত তাদের দিয়া॥
কখনও ক্ষুদ্র রাজ্যে নৃপতি বধিয়া।
অরাজক পরিস্থিতি দিল স্থাপিয়া॥
যোদ্ধা হয়ে ফকিরেই রাজ্য হাতে নিত।
স্বজাতি আনিয়া প্রজারে বশে করিত॥
কোন এক গাজীরে করিয়া সংবাদ।
সুকৌশলে রচিয়া যে কোন বিবাদ॥
উৎকোচে কয়েক জনে করি বশংবদ।

অকস্মাৎ আক্রমণে রাজা করে বধ॥
এই রূপে নানাভাবে করিয়া কৌশল।
শক্তিবৃদ্ধি করে চলে বর্বরের দল॥
দুই এক স্থানে ধীরে করি অধিকার।
কৌশলেতে সংখ্যাবৃদ্ধি করিল অপার॥
ছলে বলে কুলবালাদের নাশিয়া ধর্ম।
লক্ষ মানুষের সৃষ্টি করে অবৈধ জন্ম॥
এই বর্ণ সঙ্করেরা মাতার সহিত।
সমাজে না পায় স্থান হয় বহিষ্কৃত॥
বর্বরেরা ইহাদের সঙ্গেতে লইয়া।
যত অপকর্ম করে সমাজে ত্রাসিয়া॥
আর যত ছিল পাপী দুষ্কর্মে নিপুণ।
বর্বরের কাজে লাগে তাহাদের গুণ॥
মাথা নেড়া করি দীক্ষা দানের ছলে।
কলমা পড়াইয়া ডাকে মুসলমান বলে॥
দুষ্কর্ম করার পরে তারা লইতে আশ্রয়।
বিধর্মীর কাছে দিত আত্মীয় পরিচয়॥
এই ভাবে দিতে দিতে পাপেরে প্রশ্রয়।
সমাজের হীন অংশে করিল নির্দয়॥
স্বদেশবাসী তারা বধে অকারণে।
পুণ্যভূমি ছাইল নারীর ক্রন্দনে॥
বর্বরেতে ধ্বংস করে যত দেবালয়।
নাশ করে মানবের ভক্তির আশ্রয়॥
দুইশত বর্ষ ধরি পশ্চিম ভারতে।
ধর্মনাশ করি আইল বঙ্গের দ্বারেতে॥
ততদিনে আর্যাবর্তে ক্ষত্রিয় সকল।
অবগত হইয়াছে ম্লেচ্ছের কৌশল॥
সেকারণে আর্যাবর্তে রাজ্য অধিকার।
না রহিল সহজ আর পূর্বের প্রকার॥
গুঁতা খাইয়া নানা স্থানে হইয়া বিফল।

বঙ্গের বৃদ্ধ রাজাকে ভেটে করি ছল॥
বণিকের বেশে দুই এক জন আসিয়া।
গেল নগরীর সব পথ প্রাসাদ দেখিয়া॥
এক দিন দ্বিপ্রহরে করে সকলে আহার।
নির্জনে পশে সপ্তদশ বণিক অশ্ববার॥
রাজার সহিত তারা মাগিল ভেটিতে।
বিশেষ না জানি দ্বারী বলে অপেক্ষিতে॥
মাত্র কয়জন দ্বারী সেথায় দেখিয়া।
আচম্বিতে সকলেরে ফেলিল বধিয়া॥
ত্বরা করি তারা সবে প্রাসাদে পশিল।
সামনে যাহারে পায় কাটিয়া ফেলিল॥
দাস গিয়া রাজাকে আহার হতে তুলে।
লুকাইয়া লইয়া গেল সুঁড়ি পথ মূলে॥
সঙ্গেতে চলিল রাজার পরিবার।
রাজধানী রাজশূন্য হইল আঁধার॥
নানাস্থানে লণ্ডভণ্ড করিয়া প্রাসাদ।
রাজারে না পেয়ে মনেতে বিষাদ॥
চলি গেলা বর্বরের দল বনস্থলে।
কুব্জ নেতা সংগ্রাম এড়িল কৌশলে॥
রাজাহীন রাজ্য হইল নিশীথ কালেতে।
অগণিত ম্লেচ্ছ আসে নগরী লুটিতে॥
অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সমস্ত নগরী।
বিধর্মীর দল দিল সব ধ্বংস করি॥
যত যুবকের দলে ফেলিল মারিয়া।
নারীদের সম্ভ্রম নিল ধর্মনাশ করিয়া॥
প্রভাতের পূর্বে হইল নগরীর বিনাশ।
রাজা পলায়ন করে দেখিয়া সন্ত্রাস॥
এক কাজী এক গাজী সহিত কটক।
থানা বসাইয়া কুব্জ গড়িল ফটক॥
তাহাদের হস্তে রাজধানী ভার দিয়া।

কামরূপ জয়ে চলে সব সেনা নিয়া॥
ধর্মক্ষেত্র নবদ্বীপ সেন রাজার রাজধানী।
ধ্বংস করিয়াছে ম্লেচ্ছে সকলে গেল জানি॥
কামরূপে শত শত ভক্তের গতি।
ভক্তগণ মুখে সব শুনিল নৃপতি॥
কুঞ্জের যবনদলে সদলে বধিতে।
সাজিল কটক কত বাহিনী রচিতে॥
যথাকালে সমরেতে কুঞ্জের সেনারে।
খেদাইয়া দিল রাজা সম্মুখ সমরে॥
বহু সৈন্য খোয়াইয়া কুঞ্জ হতাশ্বাস।
দুঃখেতে উঠিল তার অন্তিম নিশ্বাস॥
কুঞ্জ নেতা মরে গেলে দিশাহীন হয়ে।
লুটপাট করে চলে সেনারা নির্ভয়ে॥
শিলায়িত দেশে তারা করে অত্যাচার।
সকলের ধর্ম নিল লুটিল সংসার॥
যাহার বিরোধ করে সবেরে মারিল।
না মারিয়া বহুজনে হুঙ্কারে খেদাইল॥
বৎসর কালের মধ্যে যবনের দল।
সেদেশের ভূস্বামী হইল সকল॥
সেনাদের সঙ্গে যারা দরবেশ ছিল।
রঙ্গ দেখিয়া খোদার কেরামত বুঝিল॥
এতই সহজে যদি দেশ পাওয়া যায়।
কেন না প্রযত্ন করি বর্ধিতে তাহায়॥
সেই হইতে দল বাঁধি মক্কাধামে গিয়া।
সেথা হইতে গাজী মুজাহিদ আনিয়া॥
এক এক করিয়া তারা দরবেশ দল।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূপতিদের করিলেক ছল॥
দরবেশ দল গিয়া বিরোধ বাধায়।
ধর্মদ্রোহ অভিযোগ গাজীরে লাগায়॥
কয়শত মুজাহিদ লয়ে গাজী চলে সমরে।

আক্রমণ করে রাজ্য লয় নিজ অধিকারে॥
এক স্থানে সফল হইতে পারিলে।
দরবেশ ষড়যন্ত্র করে সবে মিলে॥
তার পর কোন দেশ লইবে হরিয়া।
অরাজক করিবে খোদার নাম নিয়া॥
ম্লেচ্ছ অধিকারে গেলে রাজত্ব সকল।
প্রজাদের হরিবারে করে কত ছল॥
প্রথমেতে কতজন দুর্বৃত্ত ধরিয়া।
নিজদলে করি লয় কলমা পড়িয়া॥
এই ভাবে দলবৃদ্ধি করিতে পারিলে।
ধীরে ধীরে ভূসম্পদ হরে সবে মিলে॥
মারিলে এক জনে বিশ জন ভয়ে চুপ।
ত্রাসেতে ছাড়িল ভূমি দেখি রক্ষ রূপ॥
কেহ কেহ ললনার ধর্ম রক্ষা তরে।
ধনধান্য ত্যাগ দিয়ে পলায়ন করে॥
দুইশত বৎসর ধরে দিয়া ছাড়েখারে।
গৌড় রাজধানী গেল যবন অধিকারে॥
রীতিমত রাজা হইয়া বসিল যবন।
সকলে জানিল কলমা অথবা মরণ॥
ফকির দরবেশ গাজী আর কাজী।
অত্যাচার করে কত সেই সব পাজী॥
দলে দলে দরিদ্র সকল মানুষে লইয়া।
মাথা নেড়া করি দিল কলমা পড়াইয়া॥
যেখানে এক বারে না হয় সফল।
খানকা করিয়া বসে ফকিরের দল॥
অনেকের ধর্ম নাশ করে বধে প্রাণ।
নারী দের দাসী করে জন্মায় সন্তান॥
এক যুগ দুই যুগে কতেক হইলে।
বলপ্রয়োগ করি নিজ মতে নিলে॥
গৌড়ের রাজা করে কত যে কৌশল।

আয়মায় পাবে ভূমিদান, হলে মুসলমান।
না হইলে অরাজী হবে অধিক কর দান॥
গোদা নামে বসতি গড়ে গ্রাম সন্নিকটে।
দুর্বৃত্ত দলেরে সেখানে বসাইল কপটে॥
অত্যাচারে সকলের প্রাণ যায় যায়।
নবদ্বীপে উদয় হইল নিত্যানন্দ রায়॥
শ্রীচৈতন্য দেব ভগবানের অবতার ।
মহাবল নিত্যানন্দ সহায় তাঁহার॥
দুইজনে সর্বস্থানে হরিনাম বিতরিয়া।
কাজী উদ্ধারিল উদ্ধারিল কত মিঞা॥
যে সকল দরিদ্রের নিয়াছিল ধর্ম্ম।
কতক চৈতন্য ভাবে করিলেক কর্ম্ম॥
এই রূপে যবনের কিছু শিক্ষা হলে।
ধর্ম্মনাশ করা অসম্ভব হয় সবলে॥
বহু ধর্ম্মত্যাগী পুনঃ আসিল ঘরেতে।
চৈতন্যের দাস হল বৈষ্ণব মতে॥
নাম বিনা গতি নাই নাম ভজে সবে।
জগত উদ্ধার হয় চৈতন্য প্রভাবে॥
কতকাল এইরূপে বঙ্গে করি লীলা ।
দেবস্থান উদ্ধারিতে শ্রীচৈতন্য চলিলা॥
যবনের হাতে ধ্বংস মন্দির অযুত।
সকলের পুনরুদ্ধারে গেল শচীসুত॥
যত ছিল রাজা তাহাদের দিয়া ধন।
নির্ম্মাণ করিতে বলে কাশী বৃন্দাবন॥
আর আর যত তীর্থ মন্দির সকল।
ভূস্বামী গণ উপদেশে হইল সবল॥
যথা যথা রাজার ছিল ধর্ম্মেতে বিশ্বাস।
তাহার করিল নির্ম্মাণ পাইয়া আশ্বাস॥
এই রূপে স্বল্পকাল মর্তে করি লীলা।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মরদেহ ত্যজিলা॥

গৌড়ে রাজ রাজ্য করে ধর্মের বিরোধ।
না হইলে মুসলমান মিলে রাজক্রোধ॥
ক্ষুদ্র সব রাজ্যে ধরি করিল করদ।
অত্যাচার হতে বাঁচে হয়ে বশংবদ॥
ত্রাস কিছু অল্প হয়ে দেখে প্রজাগন।
যত্র তত্র আর নাহি মারিবে যবন॥
এইরূপে কত যুগ গেল গোলে মালে।
অঙ্গ রাজ্য শাসিল প্রধান ক্ষত্রিয়কুলে॥
রাজশাহী রাজ আর যশোর আদিত্য।
ভুরশুট রাজ বিরাজে মল্ল সহিত॥
কোচ রাজ, কামরূপ আপন দাপটে।
নিজ রাজ্য রক্ষা করে বলে অকপটে॥
ত্রিপুরা রাজ আর জয়ন্তী খাসিয়া।
ক্ষত্রিয় রাজা হইল বীরভূমে গিয়া॥
এ ভিন্ন অপর সকল ক্ষুদ্র নরপতি।
যবন রাজারে মানে অগতির গতি॥
দিল্লীতে হইল যবে তাতার মোগল।
তাহাদের প্রতিনিধি বঙ্গদেশে গেল॥
খেদাইয়া গৌড়ের পাঠান নৃপতি।
মানসিংহ বঙ্গে বসে অতি দ্রুতগতি॥
তারপরে প্রতাপ আদিত্য বধিল।
সমগ্র বঙ্গ ম্লেচ্ছ করতলে গেল॥
মোগল দুর্বল হল শতেক বর্ষ পরে।
নবাবে মানিতে অস্বীকার দিল্লীরে॥
প্রায় স্বাধীন হইয়া শাসন করিল।
অত্যাচারে প্রজাদের ধনমান হরিল॥
কতকাল গেলে পরে শঠ ব্রাহ্মণ।
গুরুদাস নাম ধরে হল মুসলমান॥
আরবীতে নাম নিল মুরশিদকুলি।
সমাজে পতিত হয়ে অস্ত্র নিল তুলি॥

সকলে বলিল চলি ধর্ম্ম দিতে ত্যাগ।
না ভজিলে আল্লা নাম করিবে হাল্লাক॥
কত শত ছলে বলে কৌশলে করিল।
নানা প্রকারেতে প্রজার ধর্ম্ম নাশিল॥
যাহারা ভয়তে হয়ে গেল মুসলমান।
অল্পদিন পরে আরম্ভিল প্রতিদান॥
সমাজে যেথা সেথা অপবিত্র করে।
নানান ছুতায় তারা প্রজার প্রাণ হরে॥
সেই যুগে যে কেউ হয়ে মুসলমান।
অপরে কলমা পড়ায় লইয়া কোরাণ॥
নয়ত কলমা পড় নাহলে যাবে প্রাণ।
প্রাণ যদি না লই লুটি লব নারী ধান॥
রামেশ্বর ভট্টচার্য ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাবান।
ধর্ম্ম রক্ষা করে লয়ে কত যজমান॥
তাহারে দেখিয়া এক কাজী কুতুহলে।
হে বামণ ভজ আল্লা বধিব নহিলে॥
বুদ্ধি নাহি ছাড়ে বিপ্র কহিল কৌশলে।
দীক্ষা না লইয়া ভজি তাঁহারে কি ছলে॥
যদি তব মনে আছে এই অভিপ্রায়।
নবাব হুজুরে গিয়া চাহ ব্রাহ্মণ বিদায়॥
এই শুনি ব্রাহ্মণ কাজীরে ডাকিয়া।
আশীর্বাদ করে মস্তকে ফুল দিয়া॥
পূজার প্রসাদ লইয়া করে তারে দান।
শুঁকিয়া ফেলিল কাজী প্রসাদ না খান॥
অতঃপর নবাব সমীপে গেল লয়্যা।
ব্রাহ্মণ প্রমাদ গণে ভয়ে কাঁপে হিয়া॥
নবাব কহেন ভাল মতি ব্রাহ্মণের।
এইরূপ হওয়া চাই সব কাফেরের॥
ত্বরা করি দেহ একে কলমা পড়াইয়া।
এক জন আরো কত আসিবে লইয়া॥

ছল করি নবাবেরে বলিল ব্রাহ্মণ।
তোমার কাজী নেছে ধর্ম সনাতন॥
শুনিয়া অবাক হল মুসলমান রাজা।
বলে কহ বিবরণ কেন ধর্ম ত্যাজা॥
বিপ্র কহে ঘ্রাণে হয় অর্ধেক ভোজন।
তোমার কাজী করিয়াছে প্রসাদ গ্রহণ॥
শুঁকিয়া ফেলিয়াছে তাতে নাহি রক্ষা।
প্রসাদ ভোজনে হল দেবীপদে দীক্ষা॥
শান্তরূপে চিন্তিয়া তাই দেখুন রাজন।
ঘ্রাণে কার হইয়াছে প্রসাদ ভোজন॥
দেখিলে জানিবে তাই সকল মুসলমান।
দেবতার প্রসাদ লয়ে মোদের সমান॥
মুসলমান হিন্দুতে তাই কিছু নাহি ভেদ।
সকলে তাঁহার সন্তান মানে সবে বেদ॥
তুমি মহারাজ তুমি হিন্দুর প্রধান।
অকারণে নিজেরে বল মুসলমান॥
ক্রোধ সংবরিয়া নবাব ভাবে মনে।
বড়ই ঠ্যাঁটা এ বামণ বঞ্চিব কেমনে॥
ইহাকে করিব জব্দ ইহারই কৌশলে।
সাধু সাধু কত শিক্ষা হইল মুখে বলে॥
কহিলেক আজ মোর অতিথি হইয়া।
পুণ্য কর রাজধানী এক দিন রহিয়া॥
পরক্ষণে অলক্ষ্যেতে ডাকিয়া নাজিরে।
পরামর্শ করে কিছু বলে কথা ধীরে॥
নাজির বলিল আরে বামণের বেটা।
ভাগ্য তোর খুলিয়াছে হবি কেউকেটা॥
চল তোমারে বিশ্রাম স্থলে লয়্যা যাই।
কাল প্রাতে নবাবে মিলি লইবে বিদায়॥
কিছু পরে ব্রাহ্মণেরে রসুই ঘরে নিয়া।
লইল তাহার মধ্যে বলেতে টানিয়া॥

কহে শুন বামনা আমরা যা খাই।
দেখ কি ভাবে রান্ধি বা পাকাই॥
বিপ্র বুঝিল তাঁর হয়েছে সর্বনাশ।
ঘ্রাণ লইলাম হায় গোধনের মাস॥
রসুইএর এক প্রান্ত হইতে লইয়া।
নাজির ব্রাহ্মণে গেল বাহির করিয়া॥
এক পাত্র গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণে সঁপিল।
পরদিন প্রভাতে সভাতে লও বলিল॥
পরদিন দিনমণি হইলে উদয়।
পাত্র তাঁরে সভায় লইল নিশ্চয়॥
নবাব কহিল করি মৃদু মৃদু হাস্য।
কি কারণ বিপ্র মলিন তব আস্য॥
গোমাংসের ঘ্রাণ লয়ে ভোজন করিয়া।
মুসলমান হইলে তবে ভাব কি লাগিয়া॥
পড়হ কলমা তবে সুন্নত করাইয়া।
কাফের উদ্ধার কর ইমাম হইয়া॥
নবাবের পদতলে বিপ্র গেল পড়ি।
পায়ে ধরে কাঁদে বলে ধর্ম্ম না ছাড়ি॥
দয়া কর প্রভু বল যে কোন উপায়।
ধর্ম্মনাশ না করিয়া সেবিব তোমায়॥
নাছোড় হইয়া বিপ্র নবাবের পদে।
ধরিয়া রহি শুধু অঝোরেতে কাঁদে॥
নবাব রগড় দেখে মুচকি হাসিয়া।
মনে হৃষ্ট বামণের দম্ভ ভাঙিয়া॥
কত পরে নবাব বিপ্রে দয়া করি।
বলিল উপায় এক তোরে বধ করি।
ইহা ছাড়া গতি কিছু লেখে না কোরানে।
কালক্ষেপ না করিয়া লয়ে যাও মশানে॥
আরও তীব্র হইল বিপ্রের ক্রন্দন।
মৃদু হাসি তবে কহে নবাব নন্দন॥

যাহ্ এরে আইস পাত্রস্থানে রাখিয়া।
সাতদিন পরে আন দেখুক চিন্তিয়া॥
সপ্তদিন ধরি করি আকুলি বিকুলি।
ব্রাহ্মণ উপায় ভাবে সব চিন্তা ভুলি॥
ধীরে ধীরে এক পন্থা মনেতে উদয়।
ভাবিল করিব বশ নবাবে নিশ্চয়॥
যবনের পদ্ধতিতে রচাইব পূজা।
নবাব হইয়া প্রীত ঘটাইবে সাজা॥
যখন নাজির পুনঃ সভায় লইল।
হাসিয়া নূতন দেবতার নাম লইল॥
কহিল শুন নৃপ সত্যপীর নামে।
এক দেবতারে মোল্লা সবে মানে॥
যাহাদের করিয়াছে সম্প্রতি যবন।
পূজা বিনা তাহাদের মন উচাটন॥
রাখিতে ধরিয়া এই সব নব নেড়েগণে॥
মোল্লারা সত্যপীর করে সত্যনারায়ণে॥
ঘোটকে চাপিয়া মূর্তি বাবা সত্যপীর।
মোল্লাগণ বলে নারায়ণ রূপ কলির॥
একজন মোরে বধিয়া এখন।
অথবা ধর্ম নাশি করিয়া যবন॥
তোমাদের সংখ্যা এক বৃদ্ধি হবে।
আমার বুদ্ধি শুন লক্ষ লক্ষ পাবে॥
ধীরে ধীরে সকলেই সত্যপীর ভজিয়া।
যবনের ধর্ম লবে সত্যনারায়ণ ভাবিয়া॥
প্রচার করিব আমি এই মূল কথা।
সত্যপীর নারায়ণের কলির অবস্থা॥
ইহা ভিন্ন সকলেই মানি লয় যাতে।
মুসলমানী দ্রব্যাদি নৈবেদ্য পূজাতে॥
সেই মত রচিব মন্ত্র পুঁথির বিধান।
অগোচরে লক্ষ লক্ষ হবে মুসলমান॥

যদি মোর যুক্তি মান কর অবধান।
স্বর্গ দেবে তোমারে খোদা রহমান॥
যুক্তি শুনি নবাবের হইল অতি হর্ষ।
উজিরে ডাকিয়া করে গূঢ় পরামর্শ॥
কহিল ডাকিয়া অরে কাফেরের ছা।
ব্যত্যয় করিলে তোর প্রাণ রাখিব না॥
এই এক তোরে দিনু সুযোগ বাঁচার।
পুঁথি লিখি ছয় মাসে করহ প্রচার॥
মোর পণ্ডিতগণে দেখিবে তোর কর্ম।
যদি হৃষ্ট হই তবে থাকিবে তোর ধর্ম॥
নাজিরে কহিল আন ডাকিয়া কাজীরে।
কাজীরে কহিল দেখ গ্রাম নাহি ছাড়ে॥
ছয় মাহ পরে এরে এখানে আনিয়া।
পুঁথি সহ পণ্ডিতেরা দেখিবে বিচারিয়া॥
সে তাবৎ রাখ বামণ তোমার কবলে।
তুমি শূলে যাবে জেনো সে পলাইলে॥
সেলাম করিয়া কাজী গেল লয়্যা।
ব্রাহ্মণে নিজ ঘরে আসিল রাখিয়া॥
ভাসিয়া রহিয়া সদা নয়নের জলে।
রামেশ্বর পুঁথি লেখে যবনের ছলে॥
প্রথম পর্বে সত্যনারায়ণ বিবরিয়া।
লীলাবতী কলবতী দুই নাম দিয়া॥
তাহাদের সর্বনাশ হইবার পরে।
ধনলাভ হইলেক সত্যপীরের বরে॥
এরূপ ঘটনার মধ্যে মধ্যে কত বার।
সত্যপীর, ফকির নাম করে সার॥
টোপা কাঁথা পরিধানে সত্যনারায়ণ।
সত্যপীর ছদ্মবেশে তুষিতে যবন॥
যবন নবাবের পদধূলি লয়্যা।
রামেশ্বর চলিল পুঁথি রচিয়া॥

কতদিনে পুঁথি হইলে সমাপন।
নিজে করে পাঠ দেখে বিবরণ॥
মনোমত না হইলে নবাব যবন।
ধর্মনাশ করাইবে অথবা মরণ॥
এক দিন রাত্রিকালে শুনিল ব্রাহ্মণ।
নারদ মুনি আসি করে শাপ দান॥
কহিলেক দেবর্ষি অরে মূর্খ ব্রাহ্মণ।
যে যেভাবে পূজে সব সত্যনারায়ণ॥
তোর পুঁথিতে লিখিস যা সব নিকৃষ্ট।
এত হীন প্রাণী হয় নাই কভু দৃষ্ট॥
যাবৎ তোর বংশধর না করে সংশোধন।
নরকে তোর বাস নাহিক মানব জীবন॥
এই সামান্য দণ্ড দিনু তোরে রক্ষিতে।
যদি মোর উপদেশ পারিস পালিতে॥
নহেত হইবে তোর অক্ষয় নরকবাস॥
পাইতে রক্ষা আমার তত্ত্ব করহ প্রয়াস॥
পুঁথিতে লিখিয়া দাও করিয়া সত্বর।
আরম্ভের কালে শালগ্রাম পূজা কর॥
এই রূপে প্রথমেই বিষ্ণু পূজা করি।
অবশেষ পুঁথি পাঠ করিবে পূজারী॥
এই কর্ম করিবে করি শালগ্রাম স্থাপন।
সমাপনে অবশ্য করিবে বিষ্ণুর স্মরণ॥
বংশধরে পুঁথি সংশোধনের পরামর্শ।
পুত্র পৌত্র পরম্পরায় পুঁথির আদর্শ॥
সঠিক করিয়া যেন করয়ে প্রচার।
তবেই হইবে দ্বিজ তোমার নিস্তার॥
নারদের আদেশ করিয়া পালন।
রামেশ্বর পুঁথি করে পরিবর্তন॥
কিছু দিন পর গেল নবাব নিকটে।
পুঁথি দেখি নবাব গেল খুব চটে॥

পণ্ডিতে ডাকিয়া বলে পড়িতেছ সঠিক।
কাফেরের বিষ্ণুনাম শুনি ধিক ধিক॥
রামেশ্বর তোরে আমি এখনি বধিব।
সত্যপীর মাঝে বিষ্ণুনামের শাস্তি দিব॥
ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলে শুন মহারাজ।
ধীরে ধীরে প্রচার করহ ধর্মকাজ॥
যাহারে সমক্ষে রাখি পূজিতে নির্দেশ।
সেই শালগ্রাম কাল পাথর বিশেষ॥
ভেবে দেখ তোমাদের কাবার প্রস্তর।
তারই রঙ বলিয়াছি নাহিক অন্তর॥
যাহারা করিবে পূজা কিছু মিল না হলে।
পুঁথি মানিবে না কেহ সব যাবে জলে॥
আর সব স্থানে দেখ খোদার কীর্তন।
করিয়াছি আমি মানি তোমার বচন॥
সভাপণ্ডিত বলে প্রভু যুক্তি মন্দ নয়।
পরে পরে আরও সব লিখাইব নিশ্চয়॥
প্রচার কয়েক বর্ষ হইলে এ পুঁথি।
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া লিখাইব পরবর্তী॥
নবাব চিন্তিয়া বলে পণ্ডিত ডাকিয়া।
সহস্র পুঁথি এখন দাও সব লিখিয়া॥
যত সব ব্রাহ্মণ মোর রাজ্যে আছে।
সবে বল লিখি দিবে পঞ্চজন কাছে॥
তাহাদের লাগি সম্পূর্ণ পুঁথি পাঁচ প্রস্থে ।
প্রত্যেক ব্রাহ্মণ লিখিবে নিজ হস্তে॥
নবাবের আদেশে পুঁথি হইল প্রচার।
ঘরে ঘরে পাঠ করে ব্রাহ্মণ দুরাচার॥
ব্রাহ্মণ আসিল ধীরে আপনার ঘরে।
দেবর্ষি নারদের সেই শাপ মনে পড়ে॥
চিন্তা করি অবশেষে করিল নির্ণয়।
দেবতার আদেশে চলিবে হিমালয়॥

আত্মীয় স্বজনে বিপ্র বিদায় লইল।
পরিবার সহ হরিদ্বার যাত্রা করিল॥
সেই হতে রামশ্বর দ্বিজের পরিবার।
হিমালয় বাসী হল বলিয়াছি আর॥
রামেশ্বরের লেখা পুঁথি পাইলে প্রচার।
রচিল সেরূপ পুঁথি অনেকে আবার॥
বিখ্যাত মানুষের মধ্যে করি গণ্য।
ভারতচন্দ্র কবি, কালী প্রসন্ন সিংহ॥
আরেক বিখ্যাত আছে ঘনরাম চক্রবর্তী।
তাহা ছাড়া অনেকের হয় রচনায় প্রবৃত্তি॥
ইহারা সকলেই হন দ্বিজ নামধারী।
একে একে যাহাদের মূল নাম করি॥
বিশ্বেশ্বর, রামভদ্র, জয়দেব, কাশীনাথ।
রামানন্দ, রামকৃষ্ণ, পণ্ডিত আর রঘুনাথ॥
ফকির রাম দাস আর লেখে কবিবল্লভ।
লাল জয় নারায়ণ সেন অতীব সুলভ॥
বিকল চাটুতি, দীনহীন দাস কয়জন।
ফকিরচাঁদ, শঙ্করাচার্য, ভট্ট জনার্দন॥
সব কবি লেখে সত্যনারায়ণ পাঁচালী।
সত্যপীর পূজা তরে করিয়া কচালী॥
প্রভু এরা সবে ধর্মনাশ করিলা প্রচুর।
বিষ্ণুপূজা ছলে পূজে যবনের ঠাকুর॥
নিশ্চিত করিয়া সকলের নরকবাস।
শ্রীচরণে আসিলাম করিতে প্রকাশ॥
আমি ভাবি কি কারণে এত কথা কই।
নারায়ণের অজানা সংসারে কিছু নাই॥
মৃদু হাসিয়া কহেন জগতের পতি।
এ সকল কর্ম করাই তোমার গতি॥
তুমি দেবর্ষি হইলা আমার নয়ন।
গোচরে আন সব জগতের ঘটন॥

যাহা ঘটে সব সত্যনারায়ণের কৃপা।
কাহারও সাধ্য নহে সে ক্ষমতা মাপা॥
আমি বিষ্ণু জগত পালনের বিধাতা।
সত্যনারায়ণ তন্ত্রে করি না অন্যথা॥
সত্যনারায়ণ তন্ত্র অমোঘ অনিবার্য।
ব্রহ্মাণ্ডের সকল ক্ষয় বৃদ্ধি নাশ কার্য॥
যাহা কিছু ঘটে জেনো আছে যে তাহার।
নিশ্চিত সমান প্রতিক্রিয়া ফল সবাকার॥
এইরূপে সকল পাপ বা অপকর্ম নিষিদ্ধ।
আপনার বিপরীত ক্রিয়ায় হইবে শুদ্ধ॥
তাই বলি চিন্তা ছাড় মুনি শুন দিয়া মন।
তোমা দ্বারা কিছু শুদ্ধি করিয়াছে নারায়ণ॥
আর যত শুদ্ধিকার্য প্রয়োজন হবে।
আপনা আপনি জেনো ঘটিবেক সবে॥
জেনো তোমার সংগ্রহ সব ভব বিবরণ।
মোর কানে গেলে জানে সত্যনারায়ণ॥
যদ্যপি করিতে হয় কোন রীতির পরিবর্তন।
তন্ত্র মধ্যে নীতি দান করেন সত্যনারায়ণ॥
জগতে সর্ব ভূত চলে তন্ত্রের সহিত।
নিজ নিজ ক্রিয়া করে পরিবর্তিত॥
এই সব ঘটনায় মোর নাহি কর্তব্য।
সত্যনারায়ণ তন্ত্রে সকলি রহে ভব্য॥
ধরায় নশ্বর মানবেরা হইয়া অধৈর্য।
ভাবিতে থাকে ব্যর্থ ভগবানের কার্য॥
লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ গ্রহ তারাগণ।
সত্যনারায়ণের সৃষ্টি হয় অগণন॥
দেবতার অসাধ্য ইহার ব্যাপ্তির কল্পন।
দ্বায়িত্ব নহে কাহারও ঘটনার নিয়ন্ত্রণ॥
তন্ত্র মত সব চলে দেখেন সত্যনারায়ণ॥
ঘটিলে বিকৃতি সুপ্রচুর করেন শোধন॥

সীমিত প্রলয় সৃষ্টি তরে দেন আদেশ।
নষ্ট দুষ্ট নাশেন শিব পালিয়া নির্দেশ॥
ইহা ভিন্ন সৃষ্টির মাঝে নাহি নিয়ন্ত্রণ।
অমোঘ অলঙ্ঘ্য সব তন্ত্রের পালন॥
তুমি যে কহিলে কথা সকলি জানিবে।
সত্যনারায়ণ তন্ত্রে শোধন ঘটাইবে॥
কালে কালে মানব কলির শেষভাগে।
দুষ্কর্ম করিবে কত দেখ তুমি আগে॥
শুন মুনি ইহা নহে কভু তন্ত্রের বিকার।
মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অপার॥
পশুর সংখ্যা কমিয়াছে সম পরিমাণে।
সত্যযুগে যত পশু কলিতে ততগুণে॥
মানবের বৃদ্ধি হইয়া জগত কারণ।
হইয়াছে পাপ সৃষ্টি কত অগণন॥
মানবের আত্মা মধ্যে তন্ত্রের স্মৃতি।
ধরে রাখে ধর্ম কিংবা কর্মের বিবৃতি॥
নিজের প্রকৃতি আর সবই কর্মফল।
স্মৃতির লিখিত পথে করে চলাচল॥
হীন কাজ করে মানব পশু গুণ পাবে।
মহৎ কার্য করিলে দেবত্ব লভিবে॥
এই মানুষের মধ্যে নানান প্রকৃতি।
কীট হতে পশুদের আছয়ে প্রবৃত্তি॥
যত যত কলি যুগ পরিপূর্ণ হইবে।
নররূপী পশু বা কীট নিজ রূপ ধরিবে॥
এই ভাবে মানবের মধ্যে যারা হীন।
তাদের বিনাশ ঘটি থাকিবে কুলীন॥
যাহাদের মনে সত্বগুণ বিরাজিবে।
তাহারা থাকিবে অন্যেরা নাশ হবে॥
পরিণামে সত্যযুগে যত ছিল মানব।
কলির অন্তে সেই সংখ্যাই সম্ভব॥

অন্য সব জগৎ সৃষ্টির পরিবর্তন।
সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি যাহার যেমন॥
এত সব পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে।
কলি সত্য যুগে যাবে নর অজানিতে॥
তোমায় অর্পিত কর্ম তুমি যে করিলে।
সত্যনারায়ণের জ্ঞানে আনিয়া দিলে॥
যাহা তুমি দেখিতেছ শুন মুনিবর।
সত্যনারায়ণের কর্ম নহেক অপর॥
দেব সত্যনারায়ণের জয় জয় বলি।
আপনার কর্মে মুনি ত্বরা যাহ চলি॥
নারায়ণ নারদ সংবাদ এতক্ষণে।
সমাপন হল লহ হরিনাম বদনে॥
হরি হরি বল হরি বোল।
হরি হরি বল হরি বোল॥

॥পৌরাণিক শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ কথা॥

স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে যেভাবে বর্ণিত।
সত্যনারায়ণ কথা সেই করিব বিবৃত॥
সত্যনারায়ণ কথা কহিব সকল।
সভামধ্যে সকলে হরি হরি বল॥
একদা মুনিগণ সর্ব লোকহিতরত।
সুরম্য নৈমিষারণ্যে হন সমবেত॥
তারপর মহাতেজা আর মহাযশধর।
আসিলেন ব্যাসশিষ্য সুত মুনিবর॥
শিষ্যসহ আসিলেন শ্রীহরিস্মরণে।
তাঁহারে দেখিয়া হৃষ্ট সব মুনিগণে॥
সর্বধর্মবিদ সুত মুনিবর পরম বৈষ্ণব।
ভূমি নত হয়ে তাঁয় নমিল মুনি সব॥
মহাবুদ্ধি সুত মুনি বসিলেন বরাসনে।
সভামধ্যে পরিবৃত হইয়া শিষ্যগণে॥

সুত মুনিসত্তমে কহেন মুনি শৌনক।
উত্তর কর দান প্রভু প্রশ্ন করি এক॥
হে সর্বজ্ঞ দেব শুনিয়াছি কলিকালে।
কত শত পাপ কর্ম করিবে সকলে॥
বেদবিদ্যাহীন স্বল্পায়ু কলহপ্রবণ।
কিরূপে হইবে উহাদের কল্যাণ॥
ধনের অভাব সদা পীড়িত নানা রোগে।
সুশিক্ষিত সদব্রাহ্মণ জ্ঞানী গুণীগণ।
তাহারাও না করিবে দেবতা পূজন॥
যার যাহা সুকৃতি আছয়ে জন্মান্তরে।
কলিতে বিনষ্ট সব পাপকর্ম ভারে॥
এইভাবে সর্ব অর্থে বিনাশ হইতে।
সকলের ত্রাণ লাগি সবাকার হিতে॥
স্বল্পশ্রমে অল্পব্যয়ে অল্পকালে কৃত।
বহু পুণ্য জন্মে সেই বিধি কর বিবৃত॥
তব উপদেশ শাস্ত্র বিধি করিয়া পালন।
জীব সত্য পথে কলিতে করিবে গমন॥
তোমারে শ্রীহরি দিয়াছেন কত জ্ঞান।
হরিরে প্রসন্ন করহ অপরে করি দান॥
কলিতে মানবে পাপ করিতে উদ্ধার।
যুক্তি আর জ্ঞানরত্ন করহ বিস্তার॥
ব্রত জপতপ পূজা কিরূপে করিলে।
কি প্রকারে লভিবেক বাঞ্ছিত ফলে॥
প্রভু সেই সব কথা মোরা শুনিবারে চাই।
বেদবেদাঙ্গ পারঙ্গম মহামতি বল তাই॥

সুত উবাচ॥
ধন্য মুনিশ্রেষ্ঠগণ পরমবৈষ্ণব সুব্রত।
সকলে সর্বদা লোকহিতে চিন্তারত॥
শুন শৌনক বলি যা তুমি জিজ্ঞাস।

নারদ কমলাপতির যাইয়া সকাশ॥
যাহা করিয়াছিলেন কথোপকথন।
সেই সব এই বার করিব বর্ণন॥
সত্যনারায়ণ কৃপায় প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত হইল।
সবে মহানন্দে মিলে সভামধ্যে
হরি হরি বল॥১॥

একদা নারদযোগী সদা পরপোকার রত।
বিবিধ লোক পর্যটনে মৃত্যুলোকে আগত॥
হেরিলেন সেথা জীব নানাযোনি সম্ভুত।
পাপকর্মের ফল ভোগে শাস্তিক্লেশ যত॥
যে কোন উপায়ে পারি ইহাদের দুঃখনাশ।
অবশ্য করিব চিন্তিয়া চলেন বিষ্ণুর সকাশ॥
বিষ্ণুলোকে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ।
শঙ্খচক্রধারী দেব বনমাল্যের ভূষণ॥
অপরূপ নারায়ণে সমুখে দেখিয়া।
দেবর্ষি প্রণাম করে সাষ্টাঙ্গ হইয়া।
নারদ কহেন হে বাঙমনোতীতরূপ মহান।
আদিমধ্যঅন্তহীন নমঃ অনন্তশক্তিমান॥
নির্গুণ গুণাতীত সর্বভূতের আদি।
ভক্তগণের আর্তিনাশক কৃপানিধি॥
প্রণতি শুনিয়া করি প্রতি নমস্কার।
শ্রীভগবান বলিলেন বল কি বিচার॥
কি কারণে আসিয়াছ মনে আছে যাহা।
সকলি শুনাও মোরে বলিব সব তাহা॥
নারদ কহেন হে জগতের নাথ।
মৃত্যুলোকে জীবগণ নানযোনিসম্ভুত।
শাস্তি ভোগ করে পাপে কষ্ট পায় কত॥

তাহাদের ক্লেশ কিছু লঘু করিবার।
কৃপা করি কহ নাথ উপায় তাহার॥
শ্রীভগবান বলেন সর্ব লোকহিত বাঞ্ছন।
ধন্য দেবর্ষি তোমার সুযোগ্য চিন্তন॥
যে সৎকার্য করিলে মোহমুক্তি ঘটে।
শুন সেই ব্রতভক্তিকথা বলি অকপটে॥
পুরাণে কথিত স্বর্গেমর্তে দুর্লভ যাহা।
তোমারে স্নেহের বশে বলিতেছি তাহা॥
সত্যনারায়ণই একমাত্র ব্রত সম্যক।
বিধানত করিলে হয় সুখী পায় মোক্ষ॥
নারদ বলেন ব্রতের কি ফল কি বিধান।
বিস্তারিত বল দেব মোরে করি প্রণিধান॥
শ্রীভগবান কহেন নাশে দুঃখশোক শমনভয়।
ভক্তের ধনধান্য সৌভাগ্যসন্ততি বৃদ্ধি হয়॥
সর্বত্রবিজয়প্রদ ভক্ত এই সত্যনারায়ণ ব্রত।
যে কোন দিন মর্ত্যে করিলে শ্রদ্ধাসমন্বিত॥
সায়ংকালে পূজহ সত্যনারায়ণ দেবে।
বন্ধুগণ ব্রাহ্মণ সহিত ধর্মপ্রাণ ভাবে॥
নৈবেদ্য, পাদ্যঅর্ঘ্য, কদলী, ক্ষীর, ঘৃত।
গোধুম বা শালিচূর্ণ, শর্করাগুড় মিশ্রিত॥
ব্রাহ্মণেরে দক্ষিণা দিয়া স্বজন সহিত।
মনোযোগ দিয়া কথা কর সবে শ্রুত॥
শুনিলে সত্যদেব কথা যত পুণ্য হয়।
সভায় বসি না শুনিলে তত পুণ্য ক্ষয়॥
সানন্দে প্রসাদাদি করিয়া ভক্ষণ।
নৃত্যগীত আচরিয়া শুদ্ধ কর মন॥
ধ্রুব বাঞ্ছাসিদ্ধি যদি স্বগৃহে গমন।
করিতে করিতে সত্যনারায়ণ স্মরণ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে নহে অন্য পন্থা।
বলিতেছি কেমন সত্যনারায়ণ কথা॥

কোন এক কাশীপুরে বিপ্র সে নির্ধন।
ক্ষুধাতৃষ্ণায় আকুল ভিক্ষার্থে ভ্রমণ॥
ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ ধরে।
দয়াবান দ্বিজে হরি প্রশ্ন কহেন আদরে॥
শুনিব সৎবিপ্র তুমি বল কি কারণ।
দুঃখী হইয়া ধরাতলে করহ ভ্রমণ॥
বিপ্র কহে দরিদ্র আমি করি ভিক্ষাচার।
এই দুর্দশার প্রভু কহ কেমনে নিস্তার॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহে দেব সত্যনারায়ণ।
বাঞ্ছিত ফলপ্রদ কর তাহার পূজন॥
যা করিলে সর্বদুঃখ হতে মানবের মুক্তি।
বিধান বলিতেছি ব্রত পালহ করি ভক্তি॥
ধীরে বলেন সব রীতি বৃদ্ধ সে ব্রাহ্মণ।
শুনিয়া বুঝিল বিপ্র ব্রতের সব বিধান॥
কাল নিশ্চিত করিব আমি ব্রতের পালন।
মনস্থির করি সেরূপ গৃহে করিল গমন॥
সারা রাত বিপ্র চিন্তায় নিদ্রা নাহি যায়।
প্রাতে সত্যনারায়ণ ব্রত করিল ত্বরায়॥
ব্রতের পালন করি অতি নিষ্ঠাভরে।
বেড়াইল দ্বিজ তার পর ভিক্ষাতরে॥
সেদিন প্রচুর সামগ্রী হইলেন প্রাপ্ত।
দেখিয়া দ্বিজের বান্ধবেরা পালে ব্রত॥
দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইলেন নির্ধন ব্রাহ্মণ।
কৃপাপ্রসাদাৎ দেব সত্যনারায়ণ॥
তারপর বিপ্র ব্রত করে আজীবন।
প্রতি মাসে পূজে দেব সত্যনারায়ণ॥
শ্রীভগবান কহেন এই ব্রত জানি দ্বিজোত্তম।
শতানন্দ ব্রাহ্মণ কুটুম্ব লয়ে করেন দেবকর্ম॥
করিলে সত্য নারায়ণ ব্রত সর্বপাপ মুক্তি।
সত্যনারায়ণ ব্রতকথায় হয় মোক্ষ প্রাপ্তি॥

সত্যনারায়ণ কৃপায়   দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত হইল।
সবে মহানন্দে   মিলে সভামধ্যে
হরি হরি বল॥২॥

সুত বলেন নারদেরে নারায়ণ হরি দেব।
কহেন আর এক ভক্তির কাহিনী বলিব॥
শৌনক বলেন সেই ভক্ত দ্বিজবরে।
আপন সামর্থানুযায়ী গৃহে ব্রত করে॥
ব্রত পালে স্বজনবান্ধব সব সহকারে।
কাঠুরিয়া দল আসে বিপ্রের মন্দিরে॥
সব কাঠুরিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করি।
প্রসাদ পাইয়া সবে স্মরণ করে হরি॥
প্রণিপাত করি দ্বিজে তারা জিজ্ঞাসিল।
কিভাবে কিসের পূজা জানিতে চাহিল॥
বিপ্র কহে সত্যনারায়ণ দেবের এই ব্রত।
দুঃখশোকশমন দমে পালিলে বিধিমত॥
দেবে দয়ায় মোর গৃহ হল পরিপূর্ণ।
ধনধান্য বহুমূল্য কাঞ্চন মণি রত্ন॥
শুনিয়া বিপ্রের কথা কাঠুরিয়া হরষিত।
পূজিব সত্যনারায়ণ করিল নিশ্চিত॥
সেই দিন কাঠুরিয়া দলের সকলে।
দ্বিগুণ মূল্য পেয়ে আনন্দে ঘর চলে॥
এই ভাবি কাঠুরিয়া সকলে চলিল।
আপন নগরে গিয়া ব্রত আচরিল॥
কদলী শর্করা দিয়া প্রসন্ন হৃদয়ে।
ঘৃতদুগ্ধ আটা লয়ে সাদরে মথয়ে॥
সকলে মিলিয়া করে ব্রতের পালন।
দেখিয়া বন্ধুবর্গ করে ব্রত উদযাপন॥

ব্রতের প্রসাদে সবে ধনপুত্রবান।
ইহলোকে ভুঞ্জি সুখ চলে সত্যধাম॥
আরো এক কথা বলিব শুন মুনিসত্তম।
সত্যনারায়ণের কথা স্বর্গলাভ সম॥
সত্যনারায়ণ কৃপায় তৃতীয় অধ্যায়
সমাপন হইল।
সবে মহানন্দে মিলে সভামধ্যে
হরি হরি বল॥৩॥

সুতমুনি বলিলেন উল্কামুখ নামে এক রাজা।
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী মহাবলী পালে প্রজা॥
দেবালয়ে দ্বিজে ধন দান করিয়া সন্তোষ সবার।
ভদ্রশীলা নদীতীরে সরোজবদনা সতী ভার্যা তাঁর॥
সত্যদেব ব্রত করেন এমত সময়ে।
এক সাধু সমাগত বহু তরী লয়ে॥
প্রসাদ পেয়ে রাণীরে পুছেন বণিক।
কিবা কর ব্রত মাতা ফল কি অধিক॥
রাণী কহেন সত্যনারায়ণ দেবের ব্রত।
যে করে তাহার হয় মোক্ষ কাম অর্থ॥
বণিক হাসিয়া কহে তোমার কৃপায়।
ধন জন বলে আমি অতুল ধরায়॥
কহিব কি জননী গো এক দুঃখ আছে।
কন্যা নাই মোর গৃহে সেই ভিক্ষা যাচে॥
মোর সতী লীলাবতী অতীব লজ্জিতা।
অপারগ জন্ম দিতে সুন্দরী দুহিতা॥
যদিচ সত্যনারায়ণ ব্রত করে মাতা।
কন্যালাভ হয় মোর পালিব সে কথা॥
বিধান বলহ মোরে কি করে পালিব।
রাণী কন কন্যা হবে এখনই বলিব॥

শুনিয়া রাণীর মুখে ব্রতের বিধান।
নিষ্ঠাভরে ব্রত করে সাধুর সন্তান॥
অল্পকাল মধ্যে তার কলাবতী সতী।
গর্ভযুক্ত হয়ে আনন্দ চিত্ত শুদ্ধমতি॥
পূর্ণ করি গর্ভকাল বালিকা জনমিল।
শুক্লপক্ষের শশী বাড়ে অতি নিরমল॥
জন্মের পরে ধীরে করিয়া জাতক কর্ম।
কলাবতী নাম কন্যার দিল সাক্ষী ধর্ম॥
পরদিন লীলাবতী স্বামীরে কহিল মধুরে।
সত্যদেব ব্রত নাহি করি সঙ্কল্প রাখি দূরে॥
সাধুর বাণিজ্য কর্মে নগরে যাইতে।
ব্রতের সময় আর হইল না তাইতে॥
কহিল চিন্তা নাহি কর মম প্রিয়া।
কন্যার বিবাহ সারিব ব্রত দিয়া॥
এই কথা বলি সাধু ব্যবসার তরে।
আপনার কাজে সাধু চলিল নগরে॥
কতকাল রহে কলাবতী মাতা সনে।
চাঁদের কলার মত বাড়ে দিনে দিনে॥
পিতার দরশনে ইচ্ছা উপজিল।
সখীসহ কলাবতী নগরে চলিল॥
কন্যারে দেখিয়া পিতা অতি আনন্দিত।
যৌবন দ্বারে আসিয়াছে করি বিবাহিত॥
এই চিন্তা করি সাধু দূত পাঠাইলা।
কাঞ্চন নগরে এক সম্বন্ধ করিলা॥
সংবাদ লইয়া গেল কাঞ্চন নগর।
তথা এক বণিকপুত্র অতীব সুন্দর॥
গুণবান বালক অতি সদ্বংশজাত।
জামাতা করিতে তারে করেন মনস্থ॥
জ্ঞাতিবন্ধু সকলেরে কত দান দিয়া।
সকলে তোষিয়া কন্যার দিলেন বিয়া॥

দুর্ভাগ্যবশত সাধু ভুলিলেন ব্রত।
সত্যনারায়ণ প্রভু হলেন ব্যথিত॥
কিছুকাল নিয়োজিত থাকি নিজ কাজে।
জামাতা সহিত সাধু যায় সমুদ্র বাণিজ্যে॥
সুরম্য রত্নসারপুর সিন্ধুর সমীপে জানি।
ধনসহ তথায় চলিল সাধু লইয়া তরণী॥
প্রভু সত্যনারায়ণ শিক্ষা দিতে তারে।
প্রয়াস করেন মহাদুঃখ দিতে তারে॥
এক চোর সেই দিন প্রভুর মায়াজালে।
রাজধন অপহরণ করি পলায়ন কালে॥
কোটালেরে পশ্চাতে দেখিয়া হয় ভীত।
বণিকের নৌকাতে আসি রাখে মাল যত॥
সন্ধান করিতে পরে কোটাল আসিয়া।
বণিকের নায়ে দেখে রাজধন গিয়া॥
বণিক আর জামাতারে লইয়া কোটাল।
রাজার সমুখে বিচার চাহিল তৎকাল॥
রাজা দুই বণিকেরে কারাগারে দিল।
সত্যনারায়ণ কৃপায় চতুর্থ অধ্যায়
সমাপন হইল।
সবে মহানন্দে মিলে সভামধ্যে
হরি হরি বল॥৪॥

সুত কহেন সেই রাজনের নাম চন্দ্রকেতু।
নৌকার সব ধন রাজা নিল শাস্তি হেতু॥
স্বদেশে নিজগৃহে সাধুর সঞ্চিত ধনাদি।
তস্করেতে লুটিল সব শূন্য হয় গৃহাদি॥
ক্ষুধা পিপাসা রোগ আর শোকে।
সাধুর পরিবার পড়িল মহাদুঃখে॥
অন্নতরে গৃহে গৃহে কন্যা কলাবতী।
ভ্রমে দুঃখিত মনে ভিক্ষা করে সতী॥

একদিন এক দ্বিজগৃহে নিশাকালে গিয়া।
ক্ষুধার্ত হইয়া পশে খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া॥
দেখে দ্রব্য সহিত ব্রত সত্যনারায়ণের।
বসিয়া শুনিল কথা ভাগ নিল প্রসাদের॥
বর প্রার্থনা হেতু করিবে সে ব্রত।
এই মনে করি নিজ গৃহে হল গত॥
চিন্তাগ্রস্ত লীলাবতী কন্যারে রাত্রে দেখিল।
বাহির হইতে আসে দেখি ভর্ৎসনা করিল॥
এই কন্যা কি কারণে রাত্রে পরগৃহে যায়।
দ্বিজগৃহে ব্রতের কথা কন্যা বলিল ত্বরায়॥
কন্যা বাক্য শুনি মাতার মনে পড়ে যায়।
প্রতিশ্রুত সত্যনারায়ণ ব্রত না করায়॥
তাহাদের হইয়াছে সকল দুর্গতি।
ব্রত করিলে নিশ্চয় হইবে নিষ্কৃতি॥
পরদিন সাধুপত্নী ভক্তিভরে করে আয়োজন।
স্বজন বন্ধু সহ ব্রত কথা পূজে সত্যনারায়ণ॥
বিদেশ হইতে স্বামী আর জামাতা যেন নিজ গৃহে।
আগমন করে সত্বর এই বর সত্যনারায়ণে চাহে॥
ক্ষম দেব অপরাধ মোদের ও জামাতার।
না করিব অপরাধ কভু জীবনে আবার॥
ব্রতপালন দেখি সন্তুষ্ট সত্যনারায়ণ।
দুজনে মুক্তি দিতে রাজায় স্বপ্নে কন।
কল্য প্রাতে মুক্ত কর বণিক দুইজন॥
তাহাদের সব ধন নৌকায় পুনরায় দিবে।
না করিলে তোমার রাজ্যে সর্বনাশ হবে॥
স্বপ্নে পাইয়া সত্যদেবের আদেশ।
প্রভাতে সভামধ্যে কহেন বিশেষ॥
মন্ত্রীরে ডাকিয়া সভামধ্যে রাজা কন।
বণিক দুজনে মুক্ত করে দাও যত ধন॥
রাজবাক্য শুনিয়া তখন মন্ত্রী মহাশয়।

সত্বর মুক্ত বণিকদের আনিল সভায়॥
রাজা বণিকেরে ডাকি কহেন বিনয়ে।
ভাগ্যচক্রে দুর্ভোগ মোর কর্ম নহে॥
ক্ষৌরকর্ম করাইয়া স্নানাদির পরে।
বহুমূল্য বস্ত্র ভূষণে দিল বণিকেরে॥
তার পর যত দ্রব্য বণিকের ছিল।
তাহার দ্বিগুণ দ্রব্য তারে রাজা দিল॥
যাও নিজ গৃহে দুই বণিক সন্তান।
সুখেতে কাটাও কাল হয়ে ধনবান॥
এই বলি রাজা তাহাদের করিল বিদায়।
মহাবৈশ্য দুইজন স্বদেশ গেল নৌকায়॥
সত্যনারায়ণ কৃপায় পঞ্চম অধ্যায়
সমাপন হইল।
সবে মহানন্দে মিলে সভামধ্যে
হরি হরি বল॥৫॥

সুত মুনি বলিলেন শুন অতঃপর।
করিলেন পূজা সাধু হয়ে যুক্তকর॥
পালন করিয়া যত মঙ্গল আচারে।
ব্রাহ্মণেরে দান দিয়া চলেন নগরে॥
কিছুদূর যাইতেই সত্যদেবের ছলন।
ভিক্ষুক বেশে পুছেন নৌকার বিবরণ॥
অবহেলা করিয়া কিছু রহস্যের ভাবে।
সাধু বলে নৌকা ভর্তি লতাপাতা সবে॥
নিষ্ঠুর সাধুর বচন শুনি সত্যনারায়ণ।
কহিলেন সেরূপ হইবে সামগ্রী এখন॥
সাধু কিছু পরে সাগরতীরে তরণী চড়িয়া।
বিস্ময়ে দেখে লতাপাতা নৌকা ভরিয়া॥
দেখিয়া ধনরাশির গতি সাধু হয় মূর্ছিত।
পরে জ্ঞান পেয়ে হইল ভীষণ চিন্তিত॥

তখন তাহারে ডাকি কহেন জামাতা।
ভিক্ষুকের শাপে নষ্ট শোক কেন পিতা॥
সেই ভিক্ষুক পিতা নহে মানব সাধারণ।
সকলি তাঁহার সাধ্য যেন সত্যনারায়ণ॥
চল গিয়ে বন্দনা করি তাঁহার চরণ।
বাঞ্ছিত সুফল পাব বলিতেছে মন॥
প্রবোধ পাইয়া সাধু জামাতার বচনে।
ত্বরা করি গিয়া পড়ে ভিক্ষুকের চরণে॥
ক্ষমা কর প্রভু দাসের বচন অকথ্য।
তোমারে করিয়া হেলা কহিনু অসত্য॥
বারংবার এইরূপ মহাশোকাকুল।
ক্ষেদের বচন কহে হইয়া ব্যাকুল॥
দেখিয়া সাধুর দশা সত্যদেব দয়াময়।
কহিলেন ক্রন্দন নাহি কর মহাশয়॥
শুন মোর বাক্য কেন পূজার কিছু পরে।
দুর্বুদ্ধি প্রকাশ করি দুঃখ পাও অন্তরে॥
ভগবৎ বাক্য শুনি সাধু স্তুতি করি।
কহিল দেব তব রূপ গুণ আশ্চর্য নাহি জানি।
তোমার মায়াতে মোহিত সর্বলোক ভূত প্রাণী॥
মূঢ় আমি নাহিক সাধ্য বুঝি তোমার মহিমা।
পূজিব বিভব বিস্তার করি কর মোরে ক্ষমা॥
মোর ধন প্রভু মোরে দেহ পুনরায়।
শরণাগতে কর ত্রাণ নিজ মহিমায়॥
ভক্তিভরে নিবেদিত সাধুর বচন।
শুনিয়া তুষ্ট হইলেন সত্যনারায়ণ॥
সাধুরে তথাস্তু বলি দিলেন বর বাঞ্ছিত।
নৌকায় চড়িয়া সাধু হইলেন বিস্মিত॥
সত্যদেব মোরে করিলেন কত দয়া।
পূজিলেন তাঁহারে স্বজন বান্ধব নিয়া॥
ধনে পূর্ণ সব তরী সত্যদেব কৃপায়।

জামাতা সহিত ত্বরা দেশে ফিরে যায়॥
রত্নপুরী মম দেখ জামাতারে কহে।
দূত দিয়া সংবাদ পাঠাইলেন গৃহে॥
দূত সংবাদ দিয়া প্রণমিল সাধুর সতীরে।
রক্ষক পাঠান সাধুভার্যা রক্ষিতে বিত্তেরে॥
তরী লয়ে সাধু তার জামাতা সহিত।
নগরের নিকটে যাত্রা করেন ত্বরিত॥
শুনিয়া দূতমুখে সাধুর আগমন বারতা।
বহু ধনরত্ন লয়ে আলয়ে আসার কথা॥
বহু ঘটা করে সাধুর সে সতীভার্যা।
সবান্ধবে সত্যনারায়ণের করে পূজা॥
দুহিতা কলাবতীকে কহেন সতী রঙ্গে।
সাধু সন্দর্শনে যাইব শীঘ্র আইস সঙ্গে॥
মাতার বচন শুনি ব্রত না করি সমাপন।
প্রসাদ পরিত্যাগ করি কন্যা করেন গমন॥
পতিরে দেখিতে বালা অতি ব্যাকুলিত।
সত্যনারায়ণ হলেন রুষ্ট আর ব্যথিত॥
ধনসহ জামাতার তরী ডুবাইলেন জলে।
না দেখিয়া পতি বালা পড়িল ভূতলে॥
অকস্মাৎ কলাবতী কন্যার বৈধব্য ঘটিল।
মহাশোকে ক্রন্দনে বালার সকলে বিহ্বল॥
তরীবাহকেরা কাঁদে কাঁদে লীলাবতী।
বিলাপের সঙ্গে পতিরে কহেন সতী॥
কহ নাথ হঠাৎ কেন নৌকাডুবি হল।
কোন দেবতারে অবহেলার এ ফল॥
সত্যনারায়ণের মহিমা আমরা কি জানি।
বলি সাধু বিলাপ করে বক্ষে কর হানি॥
কন্যা ক্রোড়ে লীলাবতী করেন ক্রন্দন।
কলাবতী কন্যার দুঃখে নিশ্চুপ বদন॥
নিজ পাদুকা লয়ে মনস্তাপে ধীরে।

কন্যার নিকটে সাধু গেল আঁখিনীরে॥
অতিশয় শোক আর সন্তপ্ত চিত্ত হইয়া।
কহিলেন কে বুঝিতে পারে সত্যদেব মায়া॥
হারাইলাম জামতারে সত্যনারায়ণে রুষ্ট করি।
সত্যনারায়ণের পূজা করিব যথাবিভব বিস্তারি॥
বারংবার সাষ্টাঙ্গ হয়ে সাধু দণ্ডবৎ করিয়া।
ক্ষমা কর সত্যদেব দীনের পালক বলিয়া॥
অচল হইয়া দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে।
অকস্মাৎ আকাশবাণী ধ্বনিল বহু পরে।
সত্যদেব কৃপায় শুনিল সর্বজন।
গভীর অমোঘ সেই দৈব বচন॥
শুন সাধু হেলায় বালিকা তোমার ভবনে।
প্রসাদ ফেলিয়া ভূমে চলে পতি সন্দর্শনে॥
সেই পাপে বিনষ্ট হইল কলাবতীর পতি।
গৃহে গিয়া প্রসাদ খাইলে যাইবে দুর্গতি॥
জামাতা ধনসহ তরী ভাসিবে পুনরায়।
শুনিয়া দৈববাণী কন্যা দ্রুত গৃহে যায়॥
ভূমি হইতে সযতনে প্রসাদ মুখে দিল।
সত্যনারায়ণ স্মরণ করি সুখেতে খাইল॥
আসিয়া ঘাটেতে পুনঃ হইল বিস্ময়।
তরীসহ বিরাজিছে জামাতা মহাশয়॥
পরম সন্তোষে কলাবতী পিতারে কহিল।
সত্যদেব পূজিতে বিলম্ব না করিয়া চল॥
শুনিয়া কন্যার কথা সাধু চলেন হরষে।
ব্রত পালি স্বজন বান্ধব ব্রাহ্মণে তোষে॥
সকলে ডাকিয়া দান করে কত কত ধন।
প্রতি মাসে সংক্রান্তিতে করেন পূজন॥
এইরূপে কতকাল সত্যনারায়ণ পূজিয়া।
ইহলোকে সুখ ভুঞ্জি বসে সত্যপুর গিয়া॥
আরও এক কথা বলিব শুনেন মুনিগণ।

সুতমুনি মুখে শুন কথা সত্যনারায়ণ॥
সত্যনারায়ণ কৃপায়   এই ষষ্ঠ অধ্যায়
সমাপন হইল।
সবে মহানন্দে   মিলে সভামধ্যে
হরি হরি বল॥৫॥

ছিল এক রাজা নাম তুঙ্গভদ্র প্রজাবৎসল।
সত্যনারায়ণ প্রসাদে রহে মঙ্গল সকল॥
একদা সেই নরপতি মৃগয়ার তরে।
বনে গিয়া বহুবিধ পশু হত্যা করে॥
ক্লান্ত হয়ে বটমূলে বসিয়া রাজন।
দেখে গোপগণ পূজে সত্যনারায়ণ॥
দেখিয়া বুঝিয়া সব রাজা পূজায় না গেল।
না করিল প্রণাম না প্রসাদ গ্রহণ করিল॥
গোপগণ নৃপতিরে দেখিয়া স্বতত।
প্রসাদ লইয়া দিল নৃপতির হস্ত॥
নরপতি অবহেলা করিল প্রসাদ।
না খাইবার ফলে তার হইল প্রমাদ॥
মহারাজের শতপুত্র হইল সকলে বিনষ্ট।
ধনধান্যাদি সত্যদেব নাশিলেন সুস্পষ্ট॥
সর্বনাশ ঘটিতে রাজা পাইয়া সম্বিত।
প্রসাদ অবহেলার ফল ভাবিলেন দ্রুত॥
চিন্তা করিলেন রাজা যাব গোপগণ সমীপে।
ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত হয়ে শিখিব পূজা সত্যদেবে॥
সেইরূপে সত্যনারায়ণ পূজার বিধান।
জানিয়া পূজা করি ব্রাহ্মণে করেন দান॥
ফলে রাজার প্রাণ পেল সকল সন্ততি।
আবার পূর্ণ গৃহে ধনধান্যাদি প্রভৃতি॥
সত্যনারায়ণ কৃপায় ভুঞ্জি সুখ ইহকালে।
সত্যপুরে গেলেন রাজা আয়ু পূর্ণ হলে॥

ভক্তিযুক্ত যে করে এই ব্রত পরম দুর্লভ।
শ্রবণে পঠনে ফল ধনধান্য সুখশান্তি সব॥
দরিদ্র লাভ করে কত শত বিত্ত।
ভয়ভীতি মুক্তহয় শুদ্ধ হয় চিত্ত॥
ভববন্ধনের মুক্তি হয় ব্রতের পালনে।
মোক্ষলাভ হয় অন্তে সত্যপুর গমনে॥
এই বলিলাম তোমাদের হে মুনিগন।
সত্যনারায়ণব্রত সর্বদুঃখের মোচন॥
মানব হিতে কলিযুগ কালে বিশেষত।
মানবের জীবনে সদা ফলপ্রদ এই ব্রত॥
কদাচিৎ আমি এই সত্যনারায়ণ মহিমা।
কহিয়াছি তাঁর বিভবের নাহি কোন সীমা॥
নানাযুগে নানারূপ ধরে দেব সত্যনারায়ণ।
কলিতে বিষ্ণুরূপী হইলেন সত্যনারায়ণ॥
শুন মুনিগণ এই কথার শ্রবণে পঠনে।
মানবের পাপ নাশ হয় ব্রত সমাপনে॥
কথার শ্রবণে বসি যে হয় চঞ্চল।
সত্যদেব কৃপায় নষ্ট সকল মঙ্গল॥
যত পুন্যলাভ হয় সত্যনারায়ণ পূজিলে।
তত পুন্যক্ষয় হয় একমনে না শুনিলে॥
যাহাদের দেবতায় নাহি শুদ্ধমতি।
নিজেরা করিলে পাঠ পাবে অব্যাহতি॥
ধীরে ধীরে কথাগ্রন্থের এক এক অংশ।
ভক্তি করি পাঠে হয় মনের ক্লেদ ধ্বংস॥
যত যত বার পাঠ করিবে এই পুঁথি।
মনের উৎকর্ষে হবে ভগবানে মতি॥
সত্যনারায়ণ কৃপায়   সপ্তম অধ্যায়
সমাপন হইল।
সবে মহানন্দে   মিলে সভামধ্যে
হরি হরি বল॥৭॥